বাইবেলের গল্পকার

পাঠ নং ত্রিশ (৩০) স্বর্গ এবং নরক।

উদ্দেশ্য

এই যে শুনছেন, আপনার দিনটি শুভ হোক !

আমি বাইবেলের গল্পকার। একজন গল্পকার হল একজন বিশ্লেষক যিনি তার নিজের ভাষায় গুছিয়ে ঐতিহ্যগত পাঠ্য বিশ্লেষণ করে থাকেন। আমি এখানে এসেছি, বাইবেল ঈশ্বর এবং মানুষ সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয় তা বলতে।

পাঠ

আলোচনায় আমরা আজ যে জায়গায় আছি এখানে। পদার্থ বিদ্যার সাম্প্রতিক ধারনা, যেমন স্ট্রিং থিওরি, বোসনিক, সুপারস্ট্রিং এবং এম-থিওরি এই ধারণাটিকে প্রচার করে যে মহাবিশ্বে চারটি (৪) এর চেয়ে বেশি মাত্রা রয়েছে যা আমরা ব্যবহার করি: দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এবং গভীরতা সময় এটা সব মাধ্যমে চলমান.

যারা বাইবেল পড়ে তারা এতে অবাক হয় না। হিব্রু শাস্ত্রে ঈশ্বর এবং ফেরেশতারা আমাদের চারটি (৪) মাত্রা থেকে আবির্ভূত হন এবং অদৃশ্য হয়ে যান। যদি তাই হয়, তারা কোথাও থেকে আসছে এবং যখন তারা এখান থেকে চলে যায় তখন সেখানে ফিরে আসতে হবে। এখানে কিছু নমুনা পাঠ্য আছে।

২রাজাবলি ২:১১

> "তারা যখন হেঁটে যাচ্ছিল এবং একসাথে কথা বলছিল, তখন হঠাৎ আগুনের রথ এবং আগুনের ঘোড়াগুলি দেখা গেল এবং তাদের দুজনকে আলাদা করে দিল এবং এলিয় ঘূর্ণিঝড়ে স্বর্গে উঠে গেল।" (NIV)
>
> **মন্তব্য**: যখন রথটি উপরে উঠল এবং এলিজা এতে পা রাখলেন, তখন তিনি আমাদের মাত্রা থেকে অন্য দিকে পা দিলেন।

বিচারকর্তীগন ৬:২০

> “আর গিদিয়োন তাই করলেন। তার হাতে থাকা লাঠির ডগা দিয়ে প্রভুর ফেরেশতা মাংস ও খামিরবিহীন রুটি স্পর্শ করলেন। পাথর থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে, মাংস ও রুটি গ্রাস করে। আর প্রভুর ফেরেশতা তখন অদৃশ্য হয়ে গেলেন।” (NIV)
>
> **মন্তব্য**: যদি এই পাঠ্যটি আক্ষরিকভাবে বর্ণনা করে যে গিডিয়ন কী অনুভব করেছিলেন, তাহলে দেবদূত কেবলমাত্র তার মধ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া মাত্রা পরিবর্তন করেছিলেন।

লুক ২৪:৫১

> “যখন তিনি তাদের বেথানিয়ার আশেপাশে নিয়ে গেলেন, তখন তিনি তাঁর হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। যখন তিনি তাদের আশীর্বাদ করছিলেন, তখন তিনি তাদের ছেড়ে চলে গেলেন এবং স্বর্গে নিয়ে গেলেন।” (NIV) আরও দেখুন, প্রেরিত ১:৯-১০ মার্ক ১৬:১৯
>
> **মন্তব্য**: মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনা কল্পনা করেছিল যে পৃথিবী এখানে এবং সরাসরি উপরে স্বর্গ (ঈশ্বরের স্থান) এখনও চার মাত্রার মধ্যে রয়েছে। পরিবর্তে, মাত্রাগতভাবে চিন্তা করুন, পৃথিবী এখানে এবং স্বর্গ একটি সমান্তরাল মাত্রা দখল করে আছে। এটা আপ হয় না. এটা পাশাপাশি আছে. যাইহোক, প্রথম শতাব্দীর মনের প্রতি উদারতায়, যীশু দৃশ্যত মেঘের স্তরে ওঠেন এবং অদৃশ্য হয়ে যান। তিনি কেবল আমাদের মহাবিশ্বের অভ্যন্তরে আমাদের পৃথিবীর উপরে কোথাও বিদ্যমান একটি "স্বর্গে" উত্থিত হননি। তার প্রস্থান ছিল অন্য মাত্রায়।

প্রকাশিত বাক্য, অধ্যায় ২১:১,১০

> "এবং আমি একটি নতুন স্বর্গ এবং একটি নতুন পৃথিবী দেখেছি, কারণ প্রথম স্বর্গ এবং প্রথম পৃথিবী চলে গেছে, এবং সেখানে আর কোন সমুদ্র নেই... এবং আমাকে পবিত্র শহর, জেরুজালেম, ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বর্গ থেকে নেমে আসা দেখালাম। এটি ঈশ্বরের মহিমা সহ প্রদর্শিত হয়েছিল এবং এর তেজ ছিল একটি অত্যন্ত মূল্যবান রত্ন-এর মতো… শহরটি একটি চৌকোর মতো বিস্তৃত ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত এটি প্রশস্ত ছিল।
>
> **মন্তব্য**: স্বর্গের পদার্থবিদ্যা ভিন্ন। বাইবেল বলে যে একটি ১,৪০০-মাইল ঘন শহর মহাকাশে ভাসছে এবং বর্তমান পৃথিবী অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং একটি নতুন গ্লোব দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে যার কোনো সমুদ্র বা মহাসাগর নেই। সুতরাং এই দুটি (২) জিনিস, পৃথিবীর বৃত্ত এবং ঘন শহরের বর্গক্ষেত্র হবে স্বর্গের বস্তু।

আলোচনা

স্বর্গ এবং নরকের ধারণা বিভিন্ন কারণে ধর্মীয় এবং অধর্মীয় উভয়কেই বিভ্রান্ত করেছে। আধুনিক মানুষ মহাকাশে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা মেঘের উপরে ছিল। আমরা জানি ঈশ্বরের স্বর্গ (তৃতীয় স্বর্গ) শুধু বায়ুমণ্ডলের উপরে নয়। তাহলে এটা কোথায়? শুধুমাত্র মজার জন্য বাইবেল বার্ড পরামর্শ দেয় যে স্বর্গের ডোমেন আলোর গতির ঠিক উপরে বিদ্যমান। সেই রাজ্যে বসবাসকারী প্রাণীদের কেবল আমাদের মধ্যে উপস্থিত হতে ধীর হতে হবে। (দুঃখিত, এই সিরিজের এটি আমাদের প্রথম অফ-টপিক খরগোশের পথ।)

বাইবেল স্বর্গের অনেক তথ্য বা বর্ণনা দেয় না। এটি যা বলে তা ১ম শতাব্দীর মানুষের কল্পনা করার ক্ষমতার বাইরে যে তারা এই তথ্যটি মানুষ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। বাইবেলে দেওয়া স্বর্গ সম্পর্কে মূল চিন্তা:

- কোন তারা, কোন সূর্য, কোন চাঁদ ছাড়া একটি মহাবিশ্ব। একটি মহাবিশ্ব যেখানে মাত্র দুটি বস্তু রয়েছে: একটি পৃথিবী এবং একটি কিউবিক শহর মহাকাশে ঝুলছে।
- এই ছোট মহাবিশ্ব (আমাদের বর্তমানের সাথে তুলনা করুন) আলোতে পূর্ণ এবং সূর্য, চাঁদ বা তারার প্রয়োজন ছাড়াই।

- পৃথিবীতে এখনও স্থানীয় সরকার, জাতিসত্তা, ভাষা গোষ্ঠী রয়েছে, তবে শুধুমাত্র জাতিগুলির মধ্যে শ্রদ্ধা এবং সম্প্রীতির সাথে।
- নৈতিক দিক থেকে, ঈশ্বরের নৈতিক প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণ চুক্তি নেই এমন কোন চিন্তা বা ঘটনা স্বর্গে ঘটতে পারে না, যেমনটি ধর্মগ্রন্থ জুড়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

স্বর্গ এবং নরক প্রাথমিক রোমান সাম্রাজ্যের কিছু নাগরিকের কল্পনা থেকে আঁকা রূপক নয়। আসুন আমরা এমন অনেক পাঠ্যের চারপাশে কথা বলার চেষ্টা করি না যেখানে বাইবেলের পাঠ্যটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, এমনকি যীশুর দ্বারাও যেকোন স্থানের বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হ্যাঁ, প্রাচীন সাহিত্যে মাটির নিচে বসবাসের স্থানের ধারণা করা হয়েছিল, যাকে হেডেস বা নরক হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে (এবং কেউ কেউ কবর হিসাবে কল্পনা করেছেন)। অন্যান্য প্রাচীনদের জন্য, স্বর্গ ছিল মেঘে ঢাকা পাহাড়ের চূড়া বা মেঘের উপরে একটি জায়গা যেখানে জিউস বা ওডিন বাস করেন, যেমন গ্রীক বা নরসেম্যানদের স্বর্গ।

মানুষ এবং ঈশ্বরত্ব বা মানুষ এবং স্বর্গদুতের মধ্যে মিথস্ক্রিয়াগুলির বাইবেলের বর্ণনা সাধারণত পৃথিবীতে সঞ্চালিত হয়, এই অন্যান্য প্রাণীগুলি আমাদের মহাকাশে প্রবেশ করে। যাইহোক, এমন কিছু মুহূর্ত আছে যখন একজন মানুষ তাদের মহাকাশে প্রবেশ করে, এগুলিকে সাধারণত মানসিক/আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে বর্ণনা করা হয় যেখানে দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির মানবদেহ এই পৃথিবীতে থাকে কিন্তু মন বা আত্মা স্বর্গীয় মাত্রায় চলে যায় যেখানে ঈশ্বর এবং স্বর্গদুতেরেরা সাধারণত থাকে।

বাইবেল বর্ণনা করে যে প্রাচীন মানবজাতির জন্য কী ছিল অতিপ্রাকৃত ঘটনা। আধুনিকদের জন্য, এই ইভেন্টের অন্যান্য ব্যাখ্যা থাকতে পারে, এমনকি বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনাও। অতিপ্রাকৃত অস্তিত্ব থাকতে পারে না এমন অনুমান করাটা বোকামি; তাই, এই অপ্রমাণিত অনুমানের কারণে, বাইবেল-অস্বীকারকারীরা চেষ্টা করে এবং কর্তৃত্বের সাথে দাবি করে যে অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্ব নেই। এই ধরনের যুক্তির সাথে জড়িত যৌক্তিক ভুলগুলি প্রত্যেকের কাছে স্পষ্ট হয় যারা পাঠ্যটি সম্পর্কে যুক্তিযুক্তভাবে চিন্তা করতে পারে, এটি কী দাবি করে এবং বিরোধীরা কী অতিপ্রাকৃত দাবি করে।

উপসংহার

বাইবেলের গল্পকার এই ভাবে কাজ করে. সংক্ষিপ্ত আলোচনা, ঘনিষ্ঠভাবে দৃষ্টিপাত করা, কোন বিভ্রান্তি বা চালাকি নেই। এই প্ল্যাটফর্মগুলিতে বাইবেলের গল্পকারকে অনুসরণ করুন: Twitter, Instagram, and Facebook এ এবং আপনার যেকোন প্রশ্ন বা মন্তব্য আমাদের এই ই-মেইল পাঠান। BibleBardUS@gmail.com আপনার কাছ থেকে শুনতে পেলে আমারা খুশী হবো।